

التَّشَاؤْمُ خَطَرُهُ وَعِلَاجُهُ

বিষয়: কু-লক্ষণ বিশ্বাসের ভয়াবহতা ও এর প্রতিকার

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের খাসলত ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই, আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথোচিত ভয় করো এবং পরম আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

✱ বিশুদ্ধ ঈমান ও জাহেলিয়াতের কুসংস্কার বর্জন:

➤ বিশুদ্ধ তৌহিদের দাবি:

হে মুসলিমগণ! সঠিক ঈমান ও নিখুঁত তৌহিদের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো-মানুষ এমন সব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে যা তার ঈমান ও দ্বীনকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তার তৌহিদ ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে (ইয়াকিনে) আঘাত হানে।

➤ অশুভ লক্ষণ মানা জাহেলিয়াতের প্রথা:

জাহেলি যুগের বহু অসার রীতির মধ্যে একটি অন্যতম কুসংস্কার হলো 'অশুভ লক্ষণ মানা' বা অপয়া ভাবা (التَّشَاؤْمُ)। আমাদের সত্য দ্বীন একে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে এবং আমাদের প্রিয় রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এ বিষয়ে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

➤ অন্তরের বিভ্রান্তি:

অশুভ লক্ষণ মানার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো-এতে মানুষের অন্তর কোনো কিছু চাওয়া কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

➤ জাহেলি যুগে কাফিরদের অশুভ লক্ষণ মানার ধরন

➤ পাখির উড়া দেখে ভাগ্য নির্ধারণ: কাফিরদের অভ্যাস ছিল তারা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করত। পাখি যদি ডান দিকে উড়ে যেত, তবে তারা তাকে 'শুভ' মনে করত এবং যে কাজ শুরু করতে চেয়েছিল তাতে নেমে পড়ত। আর পাখি যদি বাম দিকে উড়ে যেত, তবে তাকে 'অশুভ' ভাবত এবং সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকত।

➤ কাক দেখে ভয় ও কুসংস্কার:

তাদের কারও ঘরের ওপর যদি কাক এসে বসত, তবে তারা তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং মারাত্মক কোনো বিপদ বা অঘটন ঘটান ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ত।

* কুসংস্কার ও অশুভ লক্ষণ মানার বিভিন্ন রূপ

➤ সমসাময়িক ও প্রচলিত কুসংস্কারের উদাহরণ:

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অশুভ লক্ষণ বা অপয়া ভাবার বহু রূপ ও নানা ধরন রয়েছে। যেমন:

➤ নির্দিষ্ট সংখ্যাকে অশুভ মনে করা: ১৩ সংখ্যাকে অশুভ ভাবা (যা খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা)।

➤ নির্দিষ্ট মানুষকে অপয়া ভাবা: কারো সম্পর্কে বলা যে, 'অমুকের মুখটাই অলক্ষণে, তার সাথে সফরে গেলেই আমার সাথে খারাপ কিছু ঘটে।'

➤ পাখি বা পরিবেশ দেখে মন্তব্য করা: যেমন অনেকের বলা- **خَيْرٌ يَّا طَيْرُ** "খাইর ইয়া তাইর" (পাখি দেখে শুভ-অশুভ খোঁজা)।

➤ নিষেধাজ্ঞা ও মূল বিশ্বাস: এসবের সবই ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ:

فَالْخَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

যাবতীয় কল্যাণ কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে; সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে এবং সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

✱ অশুভ লক্ষণ মানার মূল রহস্য ও শারয়ী হুকুম

➤ শয়তানের কুসংকল্প ও ওয়াসওয়াসা:

বাস্তবপক্ষে, অশুভ লক্ষণ মানা বা অপরা ভাবা হলো শয়তানের প্ররোচনা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ওয়াসওয়াসার ফসল। এটি মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহুকে ছেড়ে অন্য কিছু ওপর ভরসা করতে শেখায় এবং আল্লাহর প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করে।

➤ তাওহীদের পরিপন্থী ধারণা:

যে ব্যক্তি এসব বিশ্বাস করে, সে মনে করে যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নিজে থেকে লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। তাই এ মানসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং সমাজ থেকে এর মূল উপড়ে ফেলা আবশ্যিক।

▲ হাদীসের দৃষ্টিতে এটি শিরক:

বিশেষ করে নবী করীম সাদ্বাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম একে 'শিরক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং উম্মতকে এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু
তা'য়ালা
আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ

কুলক্ষণ মানা (ত্বিয়ারাহ) হলো শিরক! কুলক্ষণ মানা (ত্বিয়ারাহ) হলো শিরক!" (আহমদ, আবু দাউদ: ৩৯১০, তিরমিযী: ১৬১৪, আহমাদ: ৩৬৯২, ইবনে মাজাহ: ৩৫৩৮)

আর 'ত্বিয়ারাহ' (পাখি বা অন্য কিছু দেখে কুলক্ষণ নেওয়া) হলো অশুভ লক্ষণ মানারই একটি অন্যতম রূপ।

✱ রাসূলদের শত্রুদের স্বভাব ও সাহাবিদের অবস্থান

➤ কাফিরদের কুসংস্কারের ইতিহাস:

অশুভ লক্ষণ মানা (তাতাইয়্যুর) হলো রাসূলদের শত্রু কাফিরদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফেরাউনের সম্প্রদায় যখনই কোনো বিপদ বা দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতো, তখন তারা দাবি করত যে মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণের কারণেই তাদের ওপর এ মুসিবত এসেছে।

➤ কুরআনের জবাব: আল্লাহ ^{সুবহানাহু ওয়াতালা} তাদের এই কুসংস্কারের জবাবে বলেন:

وَأِنْ تُصْبِهِمْ سَيَيْئَةٌ يَظْهَرُونَ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ [الأعراف: ١٣١]

আর যদি কোনো বিপদ আসত, তবে তারা মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণ বলে গণ্য করত। জেনে রেখো! তাদের অশুভ ভাগ্য তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে... (সূরা আল-আরাফ: ১৩১)

فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: { } ، أَي: إِنَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ بَلَاءٍ إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ وَصَفَ أَكْثَرَهُمْ بِالْجَهَالَةِ: { }

অর্থাৎ, তাদের ওপর যে বিপদ এসেছে তা মূলত আল্লাহর কাজা ও কদরের ফলেই এসেছে-তাদের কুফরি, পাপচার এবং মূসা (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। এরপর আল্লাহ তাদের অজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন: وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

➤ একত্ববাদী মুমিন ও সাহাবিদের তীব্র প্রতিবাদ:

একত্ববাদী মুমিনদের স্বভাব হলো-তারা তৌহিদের মর্যাদার বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তৌহিদে আঘাত হানে এমন যেকোনো আচরণের তারা কঠোর প্রতিবাদ করেন।

একবার এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে একটি পাখিকে ডাকতে দেখে বলে উঠল: "ভালো হবে, ভালো হবে!" তা শুনে ইবনে আব্বাস ^{রাঃ} তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করে বললেন: 'এখানে কোনো ভালোও নেই, কোনো খারাপও নেই!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করে দিলেন, যাতে সে মনে না করে যে ওই পাখির ডাকের মধ্যে কল্যাণ বা অকল্যাণ আনার কোনো ক্ষমতা রয়েছে।

✱ অনিচ্ছাকৃত কুসংস্কারের অনুভূতি ও এর শারয়ী সমাধান

➤ মানবীয় দুর্বলতা ও অবচেতন মন:

হে মুসলিম সমাজ! অনেক সময় কোনো কিছু দেখা বা শোনার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে অশুভ অনুভূতি জাগতে পারে; এমন অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের জন্য কঠিন।

➤ প্রতিকার ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল:

অশুভ খেয়াল এলে তা উপেক্ষা করে ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। এতে কোনো ক্ষতি হবে না।

➤ নবীজি ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর শেখানো বিশেষ দোয়া:

এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} যে দোয়া পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, তা পাঠ করা উচিত: যদি তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন বলে:

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কল্যাণ আনয়নকারী আর কেউ নেই এবং আপনি ছাড়া অকল্যাণ দূর করারও কেউ নেই। আর আপনার সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় বা শক্তিও নেই। (আবু দাউদ: ৩৯১৯)

✱ কুলক্ষণের কারণে কাজ ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা ও কাফফারা

➤ কঠোর গুনাহ ও তওবার নির্দেশ:

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় কিছু দেখে বা শুনে কুলক্ষণ মনে করে তার নির্ধারিত কাজ ত্যাগ করে, সে এক গর্হিত ও অন্যায় কাজ করল এবং মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হলো। তাই তার উচিত অনতিবিলম্বে আল্লাহর দরবারে তওবা করা।

➤ হাদীসের কঠোর সতর্কতা (শিরকের সমতুল্য):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ^{রাডিয়াল্লাহু} ^{তা'আলা} ^{আনহু} থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ

কুলক্ষণ বা অপয়া ভাবা যাকে তার প্রয়োজন বা নির্ধারিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখল, সে শিরক করল।

➤ ভুলের কাফফারা ও বিশেষ দোয়া:

সাহাবীগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! এর কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) কী? রাসূল

সাদ্ধাওয়াহু
আলাহিহি
ওয়াসাদ্ধাম

বললেন: সে যেন বলে:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার নির্ধারিত তাকদীর ছাড়া কোনো কুলক্ষণ নেই, এবং আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। (আহমাদ, ৭০৪৫, আল-মু'জামুল কাবীর ত্বাবারানী: ১৩৫২৩।)

➤ বাতিল বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ:

প্রতিটি মুসলিমের উচিত কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা ও অন্যদের সতর্ক করা। কারণ কুসংস্কার তাওয়াক্কুল দুর্বল করে এবং মানুষকে অসার বিশ্বাসে জড়িয়ে ফেলে।

➤ একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসার তাগিদ:

উচিত হলো-তার প্রতিপালক আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা। কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন ধারণা যেন তাকে কোনো প্রয়োজনীয় কাজ বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

প্রথম খুতবার সমাপ্তি ও দোয়া

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা মহান কুরআনের মাধ্যমে আমাকে ও আপনাদেরকে বরকত দান করুন এবং এর আয়াত ও প্রজ্ঞাময় জিকির দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। আমি আমার এই কথা বলছি এবং আমার ও আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিটি গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দিকে তওবা করছি; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَقَاهُ، وَعَصَمَهُ وَأَوَّاهُ

➤ আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর ওপর দরুদ:

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সকল রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদের নবী মুহাম্মদ ^{সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবিদের ওপর।

➤ তাকওয়ার তাগিদ ও উপদেশ:

অতঃপর, আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে মহান আল্লাহর তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, হেফাজত করেন এবং আশ্রয় দান করেন।

✱ অশুভ লক্ষণ ও শুভ লক্ষণের (ফাল) মধ্যকার পার্থক্য

➤ কুসংস্কার বনাম শুভ আশা (ফাল):

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অশুভ লক্ষণ মানা (তাশাউম) এবং শুভ আশা পোষণ করার (তাফাউল) মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অশুভ লক্ষণ মানা হারাম ও শিরক, পক্ষান্তরে শুভ আশা পোষণ করা উত্তম ও মুস্তাহাব।

➤ আল্লাহর প্রতি ধারণা:

অশুভ লক্ষণ হলো মহান আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণের নামান্তর, আর শুভ আশা পোষণ করা হলো আল্লাহর ওপর সুধারণা রাখা। অথচ একজন মুসলিমকে সব অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

➤ 'ফাল' বা শুভ সংকেত কী?

ফাল (শুভ লক্ষণ) হলো-আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সুন্দর কোনো কথা বা নাম শুনে আশাবাদী ও উৎসাহিত হওয়া। যেমন, 'মুবারক' নামের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে কাজের বরকতের আশা করা।

➤ রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম}-এর বাণী (হাদীস):

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

আনাস ^{রাদিয়াল্লাহু} ^{তা'আলা} ^{আনহু} থেকে বর্ণিত, নবী করিম ^{সাদ্বাস্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন: ছোঁয়াচে রোগ বলে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই; তবে উত্তম 'ফাল' (শুভ আশা বা ভালো কথা) আমাকে আনন্দিত করে, আর তা হলো-সুন্দর ও ভালো কথা। (বুখারী: ৫৭৫৬, মুসলিম: ২২২৪)

➤ হুদাইবিয়ার সন্ধিতে শুভ লক্ষণ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়িমের ব্যাখ্যা:

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল ইবনে আমর ^{রাদিয়াল্লাহু} ^{তা'আলা} ^{আনহু} -যিনি তখনো কাফির ছিলেন-নবী করীম ^{সাদ্বাস্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে এলেন। নবীজি ^{সাদ্বাস্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} তাঁর নাম দেখে শুভ ফাল গ্রহণ করে আশাবাদী হয়ে বললেন: لَقَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ তোমাদের কাজ এখন সহজ হয়ে গেল। (সহীহ বুখারী: ২৭৩১)

➤ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মন্তব্য:

উত্তম ফাল বা শুভ আশা পছন্দ করা শিরক নয়; বরং এটি মানুষের স্বাভাবিক ফিতরাত, যা কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

➤ আল্লাহর ওপর সুধারণা ও তাওয়াক্কুলের নির্দেশ:

সুতরাং আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন, সব কাজে তাঁর ওপরই ভরসা করুন। তাঁর প্রতি কুধারণা থেকে বাঁচুন; কারণ তাঁর প্রতিটি ফয়সালায় কল্যাণ রয়েছে। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভর করে, তাকে তার ওপরই সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ ^{সুবহানাহু} ^{ওয়াল্লাহু} বলেন:

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ: ৮৮)

★ হালাল রিজিক ও আত্মনির্ভরশীলতার দোআ:

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَنْصُرْ دِينَكَ وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَوَفِّقْ - اللَّهُمَّ - أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهَذَاكَ، وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

হে আল্লাহ! আপনার হালাল রিজিক দিয়ে আমাদেরকে হারাম থেকে মুক্ত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের অন্য সবার মুখাপেক্ষিতা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং একে আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দিন। আর আমাদের নিকট কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন, শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্চিত করুন। আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবী ^{সান্ত্বানাহ আল্লাইহি ওয়াসান্ত্বাম}-এর সুন্নাহ এবং আপনার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী-যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন-সকলকে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের আমির ও যুবরাজকে আপনার হেদায়েতের ওপর চলার তাওফিক দিন এবং তাঁদের কাজগুলোকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির নিমিত্তে কবুল করুন। এই দেশকে শান্তিময়, সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও ঈমানের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বজায় রাখুন এবং অন্যান্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেও হেফাজত করুন।

(জুমুআর নমুনা খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি-কুয়েত)